বিদ্যাসাগর বিশ্ব বিদ্যালয়

হলদিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়

বিষয় - সত্যজিৎ রায়ের ছোট গল্পে শিশু ও কিশোরদের মানসিক বিকাশে সাহিত্য ও শিল্প কর্মের ভূমিকা

বিভাগ - বাংলা সাধারন

নাম - অনুপ কুমার মন্ডল

শ্রেণী - ষষ্ঠ সেমিস্টার

রেজিঃ নং -১১৬০২৬৪ / ২০২০-২০২১.

ক্রমিক সংখ্যা - HGC/BAGEN/২০/০৯২

শিক্ষাবর্ষ - ২০২২-২০২৩

Department of Bengali

Haldia Government College

Debhog, Haldia, Purba Medinipur

Ref. No: BNGG/P/2022-2023/08 Date:

Project Completion Certificate

This is to certify that ....**Anup Kumar Mondal**.................................

with University Registration no...**1160264** of 2020-2021(session)

a student of Semester-**VI** has successfully completed the project work entitled **Satyajit Rayer Chotogalpe shishu O kishorder Manasik Bikashe sahitya O shilpakarmer Bhumika** ...for partial fulfillment of B.A.(H) degree in the academic year 2022-2023.

It has been noticed that during the course, the candidate was regular and has a keen interest to the project work.

I wish his every success in life.

24-07-23

Project Supervisor

Assistant Professor
West Bengal Education Service
Department of Bengali
Haldia Government College

26/07/2023

Head
Department of Bengali
Haldia Govt. College
West Bengal Education Service

Head, Department of Bengali

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'সত্যজিৎ রায় ছোটোগল্প : সংস্কারের লোকানুবৃত্তি' আমার এই প্রকল্পমূলক কাজটি সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে গিয়ে যে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সমূহ পরামর্শ, সাহায্য ও সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের সবার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে যার নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, তিনি হলেন আমাদের মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অমিত পাত্র মহাশয়কে। এছাড়াও অন্যান্য অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা আমাকে সাহায্য, পরামর্শ, নির্দেশনা ও পরিচালনায় আমাকে সহযোগীতা করেছে, কৃতজ্ঞতা জানাই সেসব লেখক ও লেখিকাদের যাদের বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রপত্রিকা আমার প্রকল্পের কাজে সাহায্য করেছে। আমি কৃতজ্ঞ বিভিন্ন গ্রন্থাগারিক-দের যাদের সাহায্য ও সহযোগীতায় আমার কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সহপাঠী বন্ধু ও বান্ধবীদের যাদের সাহায্যে আমি এই গবেষণা বা কাজটি সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি।

পরিশেষে বলা যায় যে, আমার এই প্রকল্পমূলক কাজটি যদি বাস্তব অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে দেশের জনগনের কাছে সামান্য হলেও কাজে আসে, তবে এই অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করে আনন্দিত হব।

Anup Kumar Mondal

সূচীপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	লেখক পরিচিতি	১
2.	ভূমিকা	2
৩.	সত্যজিৎ রায়ের ছোট গল্পে শিশু ও কিশোরদের মানসিক বিকাশে সাহিত্য ও শিল্পকর্মের ভূমিকা টেলিফোন অসমঞ্জ বাবুর কুকুর সুজন হরবোলা	৩-৮
৪.	উপসংহার	৯
৫.	তথ্যসূত্র	১০
৬.	গ্রন্থপঞ্জি	১১

Vidyasagar University

লেখক পরিচিতি

সত্যজিৎ রায় জন্ম ২ মে ১৯২১ - মৃত্যু ২৩ এপ্রিল ১৯৯২
মৃত্যুর কারন - হৃদযন্ত্রের জটিলতা, সত্যজিৎ রায় ছিলেন একজন ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা, চিত্রনাট্যকার, শিল্প নির্দেশক, সংগীত পরিচালক এবং লেখক, তাঁকে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের একজন হিসেবে গন্য করা হয় সত্যজিতের জন্ম কলকাতা শহরে সাহিত্য ও শিল্প সমাজে খ্যাতনামা রায় পরিবারে, তার পূর্ব পুরুষের ভিটে ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের কিশোরগঞ্জে (বর্তমানে বাংলাদেশে) কটিয়াদী উপজেলার মসুয়া গ্রামে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ ও শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন সত্যজিতের কর্মজীবন একজন বাণিজ্যিক চিত্রকর হিসেবে শুরু হলেও প্রথমে কলকাতায় ফরাসি চলচ্চিত্র নির্মাতা জঁ রনোয়ারের সাথে সাক্ষাৎ ও পরে লন্ডন শহরে সফররত অবস্থায় ইতালীয় নব্য বাস্তবতাবাদী চলচ্চিত্র লাদ্রি দি বিচিক্লেত্তে (ইতালীয়: Ladrindi bicilette, বাইসাইকেল চোর) দেখার পর তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণে উদ্বুদ্ধ হন.

ভূমিকা

মধ্যবিত্তের বিচিত্র সুখ-দুঃখ বিলাসের কচকচানিতে যখন ভরে উঠেছিল বাংলা, কথা সাহিত্যের ভান্ডার ঠিক তখনই সত্যজিৎ রায় বেছে নিলেন আপন গল্প বিশ্বের জগতকে তিনি বাংলা কথা সাহিত্যের গতানুগতিক ধারাতে আবদ্ধ থাকতে চাননি, তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহ্যের মধ্যে একটা বিকল্প ধরন খুঁজতে চেয়েছেন তার এই বিকল্প ধরন থেকেই তিনি বাংলা কথা সাহিত্যের গতানুগতিক ধারা থেকে বেড়িয়ে আসে তিনি বিভিন্ন সামাজিক সাম্প্রদায়িকতা, সংস্কার মূলক প্রভৃতি বিষয় তাঁর গল্পে আলোচ্য বিষয় বস্তু হয়ে উঠেছে।

সমাজে বসবাস-কারি লোকায়ত মানুষের বিভিন্ন ধরনের লোক-বিশ্বাস, লোক সংস্কার-এর বাস্তবতায় বসবাসকারী মানুষদের নিয়ে আসেন তাঁর সাহিত্যের আসরে। তিনি তাঁর 'প্রফেসর শঙ্কু'? — no

"বিচিত্র বিশ্বাস, বিচিত্র আচার-বিচারে আবদ্ধ নানা অপরিচিত পেশার মানুষ, এইসব গল্পের অধিকাংশ বয়ান সাহিত্যের অঙ্গনে প্রায় পূর্বে অপরিচিত সেইসব মানুষকে নিয়েই।" ১

অপরিচিত মানুষদের সাহিত্যের অঙ্গনে নিয়ে আসার মাধ্যমে তিনি উপস্থাপন করতে চান, আমাদের দেশের একটি বাস্তব পরিচয়।

সত্যজিৎ রায়ের ছোট গল্পে শিশু ও কিশোরদের মানসিক বিকাশে সাহিত্য ও শিল্পকর্মের ভূমিকা

গল্পের নাম

'টেলিফোন'
'অসমঞ্জ বাবুর কুকুর'
'সুজন হরবোলা'

টেলিফোন

বীরেনবাবু বিরক্ত হয়ে খাটের পাশের টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনটার দিকে দেখলেন, টেলিফোনের পাশেই ঘড়ি, তাতে বারোটা বাজে, রাত বারোটা, বীরেনবাবু সবে হাতের বইটা বন্ধ করে ঘরের বাতিটা নেভাতে যাচ্ছিলেন, এদিকে টেলিফোনটা বেজেই চলেছে, বীরেনবাবু রিসিভারটা তুলে নিলেন

হ্যালো – ফোর সিক্স থ্রিটু ওয়ান সেভেন সিক্স? ইয়েস– আমি কি ঠিক জায়গায় ফোনটা লাগিয়েছি, বীরেনবাবু আছেন? বীরেনচন্দ্র নিয়োগী? কথা বলছি আচ্ছা আপনি কি তাহলে বীরেনবাবু বলছেন? হ্যাঁ আমি বীরেনবাবু বলছি। ও। নমস্কার, নমস্কার, এত রাত্রে ফোন করছি বলে কিছু মনে করবেন না, ঠিক আছে, কী ব্যাপার? আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল, আপনি কে বলছেন জানতে পারি কি? আমার নাম গনপতি সোম,

আপনি কোনও চিন্তা করবেন না বীরেনবাবু, সে আপনাকে বিরক্ত করবে না, শুধু আপনার পাশের ঘরে গিয়ে টেবিলের উপর রেখে আসবে আংটিটা, তাতে আপনার ভয় বা সংশয় হওয়ার কোন কারন নেই, আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন,
চরম আতঙ্কে বীরেনবাবু বললেন, না না– আপনি আপনার ছেলেকে ডেকে নিন, ডেকে নিন!
তার তো উপায় নেই বীরেনবাবু, সে আপনার দোতলায় পৌঁছে গেছে, এখন তার পক্ষে আর নিচে আসা সম্ভব নয়, বীরেনবাবু স্পষ্ট শুনলেন পাশের ঘরে পায়ের শব্দ, শব্দটা এক মুহূর্তের জন্য থামল, তারপর আবার শোনা গেল, এবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার শব্দ। টেলিফোনে কথা এল–

এবারে আপনি নিশ্চিন্ত, আপনি টেলিফোন রেখে পাশের ঘরে গিয়ে দেখুন, আমি আসি, আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভাল লাগল, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ,

বীরেশবাবু রিসিভারটা রেখে দিলেন তাঁর কপালে এই পৌষ মাসেও ঘর্মাক্ত কিছুক্ষণ বিছানায় চুপ করে বসে থেকে তিনি উঠলেন, অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে, পাশের ঘরের ভেজানো দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকে বাতিটা জ্বালালেন।

হ্যাঁ, সত্যিই পড়ে আছে টেবিলের উপর, এই অল্প আলোতেও ঝলমল করছে তার দ্যুতি- সাত বছর পরে ফিরে পাওয়া তাঁর ঠাকুরদাদার হিরের আংটি।

Vidyasagar University

অসমঞ্জ বাবুর কুকুর

জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর
সার্বজনীন প্রেমের এই বানীটি শুনতে ভাল, উপলব্ধি করলে আরও ভাল, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে এই বানীর যথার্থ সমাজে প্রয়োগ করতে গেলে প্রেম নয় কঠোর মনোভাব লাগে,

বিভিন্ন ইস্যুতে কঠোর ও অবিচল মনোভাব (কারও পছন্দ হোক বা না হোক) দেখানো মোদি সরকার পথ কুকুরদের উপর অত্যাচারের বিষয়টিও কঠোর ভাবে মোকাবিলা করার সিদ্ধান্তই নিয়েছেন,

অন্তত এমনটাই মত পশুপ্রেমীদের একটি বড় অংশের,

তাঁরা মনে করেছেন পথ কুকুরকে আঘাত করার শাস্তি যে দেশে কিছুদিন আগেও ছিল মাত্র ৫০ টাকার জরিমানা সে দেশে একই অপরাধের জন্য ৫ বছর পর্যন্ত হাজতবাস কিংবা ৭৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, সরকারের সদিচ্ছাই প্রকাশ করে
বিগত প্রায় ৬০ বছর ধরে চলে আসা পুরনো সেই পশুসুরক্ষা আইনে এবার বড়সড় বদল আনতে চায় কেন্দ্র
নতুন আইনের খসড়ায় ৩ ধরনের হিংসার উল্লেখ আছে
স্বল্প আঘাত, আঘাতের ফলে শরীরের ক্ষতি এবং আঘাতের কারনে মৃত্যু, পশুদের আঘাত করলে জরিমানা ৭৫০ টাকা শুরু করে ৭৫০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে,

এমনকি যিনি অপরাধটি করছেন, তাঁকে পশুটির মূল্যের ৩ গুন টাকা জরিমানা হিসেবে দিতে হতে পারে, পশুটির মৃত্যু হলে অপরাধীর হাজতবাসের কথাও বলা হচ্ছে আইনের নতুন সংশোধনে,
গোটা আইনকে সংস্কার করার ভাবনা শুরু হয় কারন পুরনো আইনটিতে পশুদের উপর অত্যাচারের মাত্রা নিয়ে সুস্পষ্ট কোনও নির্দেশ ছিল না তার উপর জরিমানার অঙ্কও এত কম যে, সহজেই এই ধরনের অন্যায় করা যেত তাই আইনের ফাঁক দিয়ে যাতে কেউ গলে না যেতে পারে এবং একসঙ্গে সচেতনতার ভাইরাসও যাতে আরেকটু বেশি ছড়িয়ে দেওয়া যাওয়া যায়, তারই চেষ্টা বলে মনে করা হচ্ছে,
রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব চন্দ্রশেখর এই আইন সংশোধনের প্রস্তাব নিয়ে আসেন

রসিকজনেরা বলছেন, এবার শুধু সত্যজিতের গল্পের অসমঞ্জ বাবুর কুকুর নয়, কেউ দেখতে না পেলেও হাসবে এবার পথ কুকুরেরাও,

সুজন হরবোলা

সুজনের বাড়ির পিছনেই ছিল একটা সজনে গাছ তাতে থাকত একটা কোয়েল, সুজনের যখন আট বছর বয়স তখন একদিন কোয়েলের ডাক শুনে সে ভাবল- আহা, এ পাখির ডাক কেমন মিষ্টি, মানুষে কি কখনও এমন ডাক ডাকতে পারে? সুজন সেইদিন থেকে মুখ দিয়ে কোয়েলের ডাক ডাকার চেষ্টা করতে লাগল একদিন হঠাৎ সে দেখল যে, সে ডাক দেবার পরেই কোয়েলটা যেন তার ডাকের উত্তরে ডেকে উঠল তখন সে বুঝল যে, এই একটা পাখির ডাক তার শেখা হয়ে গেছে। তার মা উমাময়ী শুনে বললেন, বাঃ রে খোকা, মানুষের গলায় এমন পাখির ডাক তো শুনিনি কখনও! সুজন তাতে যারপরনাই খুশি হল,

সুজন দিবাকর মুদির ছেলে তার একটা বড় বোন ছিল, তার বিয়ে হয়ে গেছে, আর একটা বড় ভাই মারা গেছে তিন বছর বয়সে সুজন তাকে দেখেনি, সুজনের মা খুব সুন্দরী, সুজন তার মতো নাক-চোখ পেয়েছে, তার রঙটাও বেশ পরিষ্কার।
দিবাকরের ইচ্ছা ছেলে লেখাপড়া শিখুক, তাই সে সুজনকে হারান পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি করে দিল কিন্তু পড়াশুনায় সুজনের একেবারেই মন নেই পাততাড়ি নিয়ে পাঠশালায় বসে থাকে আর এ-গাছ সে-গাছ থেকে পাখির ডাক শুনে মনে মনে ভাবে এসব ডাক সে গলায় তুলবে, গুরুমশাই পাঁচের নামতা বলতে বললে সুজন বলে, পাঁচেকে পাঁচ, পাঁচ দুগুণে বারো, তিন পাঁচে আঠারো..., গুরুমশাই তাকে কান ধরে দাঁড় করিয়ে দেন, সেই অবস্থায় সুজন শালিক বুলবুলি চোখ-গেল পানকৌড়ির ডাক শোনে আর ভাবে কখন সে পাঠশালা থেকে ছুটি পেয়ে এইসব পাখির ডাক নকল করতে পারবে
তিন বছর পাঠশালায় পড়েও যখন কিছু হল না তখন একদিন হারান পণ্ডিত দিবাকরের দোকানে গিয়ে তাকে বলল, তোমার ছেলের ঘটে বিদ্যা প্রবেশ করানো বিধির অসাধ্য, আমি বলি কি, তুমি ছেলেকে ছাড়িয়ে নাও তোমার কপাল মন্দ, নইলে তোমার এমন ছেলে হবে কেন? অনেক ছেলেই তো দিব্যি লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে যাচ্ছে,

দিবাকর আর কী করে, ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, অ্যাদ্দিন পাঠশালায় গিয়ে কী শিখলি?
আমি বাইশ রকম পাখির ডাক শিখেছি, বাবা, বলল সুজন। আমাদের পাঠশালার পিছনে একটা বটগাছ আছে, তাতে অনেক রকম পাখি এসে বসে।

তা তুই কি হরবোলা হবি নাকি? জিজ্ঞেস করল দিবাকর।

হরবোলা? সে আবার কী?

হরবোলারা নানারকম পাখি আর জন্তু-জানোয়ারের ডাক মুখ দিয়ে করতে পারে, তারা এইসব ডাক ডেকে লোককে শুনিয়েই রোজগার করে, তোর যখন পড়াশুনা হল না, তখন দোকানে বসেও তুই কিছু করতে পারবি না, হিসেব সে করবি. সে বিদ্যেও তো তোর নেই, তাই তোকে আমার কোনও কাজে লাগবে না।

সুজন সেই থেকে হরবোলা হবার চেষ্টায় লেগে গেল, তার কাজ মাঠে মাঠে বনবাদাড়ে ঘোরা, আর পাখির ডাক শুনে, জানোয়ারের ডাক শুনে, সেই ডাক মুখ দিয়ে নকল করা, এই কাজে তার ক্লান্তি নেই, কারণ তার স্বাস্থ্য বেশ ভাল, অনেক হাঁটতে পারে, গাছে চড়তে পারে, সাঁতার কাটতে পারে, তার ডাকে যখন পাখি উত্তর দেয়, তখন তার মনটা নেচে ওঠে, মনে হয় সব পাখিই তার বন্ধু, খোলা মাঠে গিয়ে বসে গোরু বাছুর ছাগল ভেড়ার ডাক সে তুলছে, তারা তার ডাকে জবাব দেয়, তার হাম্বা ডাক শুনে নিস্তারিনী বুড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে 'ধবলীর বাছুরটা ঠিক ফিরে এল ভেবে; তার গাধার ডাক শুনে মোতি ধোপার গাধা ঘাড় তুলে কানখাড়া করে ডাকতে শুরু করে মোতি ভেবে আরেকটা গাধা এল কোত্থেকে! ঘোড়ার চিঁহিতেও সুজন ওস্তাদ, সেটা সে ডাকে জমিদার হালদারের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে, সে ডাক শুনে সহিস করিম মিঞা ভাবে বটে, আমার ঘোড়া তো ডাকছে না - এটা আবার কার ঘোড়া?

পাখির কথাই যদি বলল, তা হলে সুজন অন্তত একশো পাখির ডাক তুলেছে, কাক চিল চড়াই, শালিক, কোকিল, দোয়েল, পায়রা, ঘুঘু, তোতা ময়না, বুলবুলি, টুনটুনি, চোখ-গেল, কাদাখোঁচা, কাঠঠোকরা, হুতোম প্যাঁচা- আর কত নাম করব? সুজন এইসব পাখির ডাক তুলে নিয়েছে এই গত কয়েক বছরে, সে ডাক শুনে পাখিরাই যদি ভুল করে তা হলে মানুষের আর কী দোষ?

বয়স কত হল সুজনের? তা হয়েছে মন্দ কী! তাকে আর খোকা বলা যায় না, সে এখন জোয়ান., সে গতরে বেড়েছে সবল সুস্থ শরীর হয়েছে তার, বাবা বলে তুই এবার কাজে লেগে পড়, রোজগারের বয়স হয়েছে তোর, কার্তিক হরবোলা থাকে ওই পাকুড় গাঁয়ে, তাকে গিয়ে বল, তোর একটা হিল্লে করে দিতে, না হয় তার সঙ্গে রইলি কটা দিন; তারপর আরেকটু বয়স হলে নিজের পথ দেখবি।

উপসংহার

সত্যজিৎ রায় প্রতিকূল নানা পরিস্থিতে মানুষের অসহায় জীবনকে দেখেছেন গ্রামীন জীবনের প্রতিটি পলক, অনুপলক লক্ষ করেছেন, তিনি একজন ব্যঙ্কের কর্মচারী হিসেবে, তিনি জীবনকে ব্যক্তিক ভাবে নয়, রাজনীতি - সমাজনীতি - অর্থনীতির বহুমাত্রিক তাকে জড়িয়ে দেখেছেন, তাই তাঁর ছোট গল্পগুলি আমাদের উৎসভূমিকে চিনিয়ে দেওয়ার বয়ান, তিনি এই বয়ান নির্মান করেন প্রথাগত বয়ানের বিপরীতে, এই বয়ানে তাই আধুনিকতা সম্পর্কে সংশয় ও জিজ্ঞাসা থেকেই যায়। আমাদের চারিদিকে জড়িয়ে রয়েছে নানা সংস্কার বিশ্বাস লৌকিক - অতিলৌকিকের অসংখ্য উপাদান। সত্যজিৎ রায় তাকে উপেক্ষা করেননি বরং তাকেই করেছেন গল্পের বিষয় যে তিনি তাঁর গল্পে লোক সংস্কার ও লোক বিশ্বাসকে রূপায়নের মাধ্যমে সন্ধান করেছেন আমাদের অতীত ইতিহাসকে, তিনি 'মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা' প্রবন্ধে লিখেছেন :-

"মিথ ও লোক কথার মধ্যে একটি গোটা সমাজের সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে খুঁজলে পাওয়া যাবে বলে আমারও বিশ্বাস, আমাদের লৌকিকালোকের বিষয়বস্তু এবং চরিত্র গুলোকে এভাবে চিনবার এবং চেনাবার চেষ্টা খুব একটা বোকা হয়নি।"

বর্তমানে আধুনিক তায় আধুনিকের হয়েছি ঠিক কিন্তু সেই আধুনিকতা বাইরে আমাদের ভেতরটা আজও বিচ্ছিন্ন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাই আমাদের উচিত আমাদের সমাজকে এই কুসংস্কার মুক্ত করা এই জন্য আমি সত্যজিৎ রায় লেখা বিষয়ের মধ্যে দিয়ে এই জগতকে এবং তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

তথ্যসূত্র

আকরগ্রন্থ:

গল্প ১০১, সত্যজিৎ রায়, প্রথম সংস্করণ মে ২০০১, দ্বাদশ মুদ্রণ মার্চ ২০১৭, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

সহায়ক গ্রন্থ:

১) 'আমাদের কথা' বিজয়া রায়, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৮, নবম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৭, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৪৩

২) 'আমাদের কথা' বিজয়া রায়, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৮, নবম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৭, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭২

৩) 'আমাদের কথা' বিজয়া রায়, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৮, নবম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৭, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০৮

৪) 'সুকুমার সমগ্র' সুকুমার রায়, দে'জ, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮

৫) 'সুকুমার সমগ্র' সুকুমার রায়, দে'জ, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪

৬) 'Metamorphosis' Franz Kafka, Translated by david wyllie, Fingerprint Classics, Reprint 2020,
ISBN: 9788172345136

গ্রন্থপঞ্জি

- বিশ্বাস, এম, এও (2006), অপু এবং পরে: রায়ের সিনেমা রিভিজিটিং, সিগাল বই, আইএসবিএন 978-1-905422-25-8.

- Cherian, VK (2017), ইন্ডিয়ান ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্ট: দ্য জার্নি অ্যান্ড ইটস ইমপ্যাক্ট, নয়াদিল্লি: SAGE পাবলিকেশন্স ইন্ডিয়া, আইএসবিএন 9789385985638. ওসিএলসি 959922484.

- কুমার, ডি (2000), সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা: ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মাঝে, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস. আইএসবিএন 978-0-521-62980-5.

- দাশগুপ্ত, সি (1996), সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা, পেঙ্গুইন ভারত, আইএসবিএন 978-0-14-024780-0.

- গাঙ্গুলি, এস (2001), সত্যজিৎ রায়: আধুনিকের সন্ধানে, ইন্ডিয়ালগ, আইএসবিএন 978-81-87981-04-6.

- Y. Ishaghpour (2002), সত্যজিৎ রায়, ল' ওরিয়েন্ট ও আক্সিডেন্ট, ভলিউম Les essais এর 24. পার্থক্য, আইএসবিএন 978-2-7291-1401-5.

- মিত্র, এস (1983), "সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভা," ইন্ডিয়া টুডে,

- নন্দী, এ (1995), "সূক্ষ্ম হত্যাকাণ্ডের জন্য সত্যজিৎ রায়ের গোপন নির্দেশিকা" দ্য সেভেজ ফ্রয়েড এবং অন্যান্য এবং পুনরুদ্ধারযোগ্য নিজের সম্পর্কে অন্যান্য প্রবন্ধ, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, আইএসবিএন 978-0-691-04410-1.

- Nyce, B (1988), সত্যজিৎ রায়: আ স্টাডি অফ হিজ ফিল্মস, প্রেগার পাবলিশার্স, আইএসবিএন 978-0-275-92666-3.